আমাদের প্রিয় শহর চন্দননগরের একাংশ আজ নদী ভাঙনের কবলে

চন্দননগরের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে ভাঙনের ইতিহাস ঠিক আজকের নয় । প্রতিবার বন্যার সময়েই মূলতঃ হাটখোলা দয়ের ধার এলাকায় ভাঙনের ঘটনা ঘটে আসছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকেই । সরকারি উদ্যোগে বালির বস্তা, ইঁট ও পাথরের বড়ো বড়ো টুকরোর চারপাশে তারের জাল জড়িয়ে নদীর পাড় বাঁধের যে সাময়িক একটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কালের নিয়মে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একসময়ে বিলীন হয়ে গেছে । তারপর থেকে গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত স্ট্র্যান্ড অঞ্চল হয়ে হাটখোলা পর্যন্ত এলাকা বারবার ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে । আমরাও দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে বারংবার অনুরোধ উপরোধ আবেদন নিবেদন করে আসছি ।

পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয় গঙ্গাবক্ষ থেকে বেআইনি বালি চুরির বিষয়টা । সাম্প্রতিক সময়ে লাগামছাড়া বালি চুরির ফলে নদীপাড়ের বালি স্থানচ্যুত হয়ে ভাঙনের সমস্যাকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে । ২০১৩ সালে একটি বড়ো মাপের ভাঙনের ফলে হাটখোলার নোনেটোলা অঞ্চলের একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে চিড় দেখা দেয় । স্থানীয় প্রশাসন ওই ক্ষতিগ্রস্থ ফ্ল্যাটবাড়ির অধিবাসীদের তড়িঘড়ি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন । শহরের নাগরিক সমাজের সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে আমরাও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করি । মাননীয় মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে শুরু করে শহরের পৌর নিগম, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তর হয়ে আমরা এমনকি রাজ্যের উচ্চতম স্তর মাননীয় রাজ্যপালের কাছেও আমাদের আবেদন ও প্রস্তাব পেশ করেছি । মাননীয় মহকুমা শাসক বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেছেন পৌর নিগমের কর্তা ব্যক্তি সহ রাজ্য সরকারের ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর, সেচ দপ্তরের সঙ্গে । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাজের কাজ খুব একটা হয়েছে বলে মনে হয় না ।

এই কারণেই সাম্প্রতিক ভারি বর্ষণের ফলে শহরের গঙ্গা উপকূলে আবারও ভাঙন দেখা গেছে । আশঙ্কাজনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে পাতালবাড়ি ও ভাষা শহীদ স্মারক প্রাঙ্গণ সংলগ্ন এলাকা । এই ঘটনাটিকে আমরা একটি অশনিসংকেত হিসেবেই দেখছি । অবিলম্বে এই বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারলে আমাদের প্রিয় এই শহর অচিরেই এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে চলেছে বলে আমরা আশঙ্কা করছি । গঙ্গার ভাঙনে যেমন কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত মরান সাহেবের বাড়ি চিরতরে হারিয়ে গেছে সেই একইভাবে আরও অনেককিছুই আমরা হারিয়ে ফেলবো চিরকালের মতো ।

প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, আর অধিক বিলম্ব না করে গঙ্গার এই ভাঙন রোধে সবরকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক । আমাদের ভালোবাসার এই শহরকে ভাঙনের গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চন্দননগরের নাগরিক সমাজ প্রস্তুত আছে । পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগরের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আমরা খুব শিগগিরই একটি নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করতে চলেছি । চন্দননগরের নাগরিক সমাজের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করুন এবং আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে এই কর্মসূচিকে সক্রিয়ভাবে সফল করে তুলুন ।

বিনীত,

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

শংকর কুশারী
সম্পাদক
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর
চন্দননগর, ১০ আগস্ট, ২০২১